7 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

1982 সালের সংবিধান অনুসারে চার শ্রেণির আদালত নিয়ে চিনের বিচারব্যবস্থা গঠিত হয়। এগুলি হল—[1] সর্বোচ্চ গণ-আদালত, [2] আঞ্চলিক আদালতসমূহ, [3] বিশেষ গণ-আদালত এবং [4] সামরিক আদালত। চিনের এই বিচারব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **অখণ্ড বিচারব্যবস্থা :** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের বিচার বিভাগীয় সংস্থা বলতে গণ-আদালতগুলিকে বোঝায়। চিনে চার ধরনের আদালত বিদ্যমান। এগুলি হল—[a] বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সর্বোচ্চ গণ-আদালত, [b] নিম্নে এবং বিভিন্ন স্তরে রয়েছে আঞ্চলিক আদালতসমূহ, [c] বিশেষ আদালতসমূহ এবং [d] সামরিক আদালত। আপাতদৃষ্টিতে চিনের বিচারব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকৃত বলে মনে হলেও কার্যত উচ্চতর গণ-আদালত নিম্নতর গণ-আদালতগুলির কাজকর্ম তদারকি করে, আবার সর্বোচ্চ গণ-আদালত সকল আদালতের তদারকি করে।

Scanned with CamScanner

[2] **গণপ্রকিউরেটরীয় ব্যবস্থা :** প্রকিউরেটরীয় ব্যবস্থা চিনের বিচারব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ, ওইসব সংস্থার কর্মচারীরা এবং দেশের নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইনকে সঠিকভাবে মান্য করছে কি না গণ-প্রকিউরেটরের দফতর সে ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করে। চিনে গণপ্রকিউরেটরের দফতরকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—[a] সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরেট, [b] বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত আঞ্চলিক গণ-প্রকিউরেটরেট, [c] বিশেষ গণ-প্রকিউরেটরেট এবং [d] সামরিক গণপ্রকিউরেটরেট। এইসব প্রকিউরেটর শুধু আইনের অধীনে থেকেই তাদের নিজেদের কর্মসম্পাদন করে। এই কারণে প্রকিউরেটর দফতরগুলি কাজকর্মে স্বাধীনতা ভোগ করে। এই দফতরগুলির কাজের ক্ষেত্রে কোনো প্রশাসনিক সংস্থা অথবা গণসংগঠনসমূহ হস্তক্ষেপ করে না।

[3] **বিচার বিভাগীয় কমিটি :** চিনে 'বিচার বিভাগীয় কমিটি' গঠন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদালতগুলির বিচার বিভাগীয় কমিটি মূলত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মামলাগুলির ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা'র নীতিগুলিকে মনে রেখেই বিচার বিভাগীয় কমিটি তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে।

[4] **বিচারপতিদের দায়িত্বশীলতা :** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে সর্বোচ্চ গণ-আদালতকে তার সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য জাতীয় গণ-কংগ্রেস এবং স্থায়ী কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। আবার অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক আদালতগুলি তাদের সম্পাদিত ক্রিয়াকলাপের জন্য তাদের নিজ নিজ স্তরে অবস্থিত আঞ্চলিক গণ-কংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

[5] **সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষা প্রদান :** বিভিন্ন উদারনৈতিক রাষ্ট্রগুলিতে বিচারব্যবস্থাকে 'নিরপেক্ষ' শব্দটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু চিনের বিচার ব্যবস্থায় এরূপ 'নিরপেক্ষ' আদালত কথাটিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। কারণ চিনের বিচারব্যবস্থার প্রধান কাজ হল চিনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষা প্রদান করা। চিনে সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় আইনসভা। জাতীয় গণ-কংগ্রেস, সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব বিচার বিভাগের হাতে অর্পণ করা হয়নি। তা ছাড়া চিনের নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তাও হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

[6] **গণতান্ত্রিক প্রকৃতি :** চিনের বিচারব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রকৃতি লক্ষ্যণীয়। কারণ সেখানে জনগণই ফৌজদারি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও প্রস্তাব পেশ করতে পারে। অর্থাৎ জনগণ বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে।

[7] **আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ :** চিনের গণ-আদালতগুলিতে আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ আইনের অধীনে থেকেই গণ-আদালতগুলির বিচারপতিরা স্বাধীনভাবে তাদের বিচারকার্য পরিচালনা করেন। বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে কোনো সংস্থা বা সংগঠন বা কোনো ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বিচারপতিগণ দেশের আইন অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ, সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকেন। অর্থাৎ এখানে বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিচার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

[8] **আত্মপক্ষ সমর্থন :** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে সংবিধান অনুসারে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ লাভ করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন বা তাঁর অভিভাবক বা খুব নিকট আত্মীয় তাকে সমর্থন করতে পারে। আবার অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেও আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করেন তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমর্থনের ব্যাপারে আদালত উকিল নিয়োগ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

[9] **আপিল সংক্রান্ত ব্যবস্থা :** কোনো মামলার বিচারের রায় যদি কোনো পক্ষেরই পছন্দসই না হয় তাহলে তারা উর্ধ্বতন আদালতে আপিল করার সুযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে আবার সর্বোচ্চ গণ-আদালত উচ্চতর আদালতগুলির আইনগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল মামলার বিচার করে।

[10] **নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ড:** চিনে অপরাধীরা অপরাধ স্বীকার করলে তাদের ওপর নির্যাতন করা নিষেধ। আবার চিনে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা থাকলেও দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। অভিযুক্তকে এই চরম দণ্ড দিতে পারে সর্বোচ্চ গণ-আদালত। অন্য গণ-আদালতও মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে, তবে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ গণ-আদালতের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

উপসংহার: পরিশেষ বলা যায় যে, গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের বিচারপতিগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। জাতীয় গণ-কংগ্রেস সর্বোচ্চ গণ-আদালতের সভাপতিকে 5 বছরের জন্য নির্বাচিত করে। আবার তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই জাতীয় গণ-কংগ্রেস তাঁকে অপসারণ করতে পারে।

প্রশ্ন 8 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রকিউরেটরীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রকিউরেটরীয় ব্যবস্থা

চিনে বিচারব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল প্রকিউরেটরীয় ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য হল বিচারব্যবস্থার বিচারকার্য সম্পর্কিত কাজগুলির ওপর তত্ত্বাবধান করা।

গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের 130 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রকিউরেটর ব্যবস্থার সর্বোচ্চে আছে সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটরেট এবং তার নীচে আঞ্চলিক স্তরের গণ-প্রকিউরেটরেটগুলির অবস্থান। এদের মধ্যে আছে সামরিক ও অন্যান্য বিশেষ প্রকিউরেটরেটসমূহ। আইন দ্বারা প্রকিউরেটরেট-এর সংগঠন নির্দিষ্ট হবে বলে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিনের সংবিধানের 132 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রকিউরেটরেটগুলির সর্বোচ্চ সংস্থা হল সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটরেট। একজন প্রধান প্রকিউরেটর ও কয়েকজন অন্যান্য প্রকিউরেটর এবং প্রকিউরেটর কমিটির সদস্যবৃন্দ নিয়ে সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটর গঠিত হয়। প্রধান প্রকিউরেটরকে নির্বাচিত করে জাতীয় গণ-কংগ্রেস।

স্থানীয় গণ-প্রকিউরেটর ও বিশেষ প্রকিউরেটরগুলির অবস্থান হল সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটরেট-এর নীচে। একজন প্রধান প্রকিউরেটর ও প্রকিউরেটর কমিশনের সদস্য এবং অন্যান্য কয়েকজন প্রকিউরেটর নিয়ে আঞ্চলিক প্রকিউরেটর ব্যবস্থা গঠিত হয়।

সামরিক প্রকিউরেটরের প্রধান প্রকিউরেটরকে নিযুক্ত করে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি। এক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটিকে সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটরের প্রধানের সঙ্গে, অর্থাৎ প্রধান প্রকিউরেটরের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানে গণ-প্রকিউরেটরগুলির ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিয়ে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা এইসব সংস্থার কাজ ঠিক করা হয়। গণপ্রকিউরেটরগুলি বর্তমানে যেসব কাজ করে তা হল—

[1] **তদন্ত করা:** যেসব ফৌজদারি মামলা গণ-প্রকিউরেটরের দফতরে আসে গণ-প্রকিউরেটরকে সেই মামলাগুলির তদন্ত করতে হয়।

Scanned with CamScanner

[2] **সংকটপূর্ণ মামলার বিচার করা :** রাষ্ট্রীয় নীতি লঙ্ঘন করা, আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশগুলিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, দেশকে বিভাজন করার চেষ্টা করা প্রভৃতি কারণ সম্পর্কিত মামলাগুলির বিচারের ক্ষেত্রে গণপ্রকিউরেটর দফতরগুলি সাহায্য করে।

[3] **পর্যালোচনা করা :** গণনিরাপত্তা সংস্থা যেসব তদন্তমূলক কাজ করে, সেগুলি আইনসংগতিভাবে করা হচ্ছে কি না প্রকিউরেটর সেগুলির পর্যালোচনা করে থাকেন।

[4] **অনুসন্ধান করা:** যে সমস্ত মামলার দায়িত্ব গণনিরাপত্তা সংস্থাগুলির ওপর আরোপিত হয় সেগুলির কারণ অনুসন্ধান করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না তা প্রকিউরেটর পরীক্ষা করে দেখেন।

[5] **ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা:** কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে কি না, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো কারণে অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য কি না, সে ব্যাপারে গণ-প্রকিউরেটরের দফতর খতিয়ে দেখে। তা ছাড়া সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে কি না তাও খতিয়ে দেখে গণ-প্রকিউরেটর ব্যবস্থা।

[6] **বিচারমূলক কাজের তত্ত্বাবধান করা:** গণ-আদালতগুলি আইনসম্মতভাবে বিচারমূলক কাজ করছে কি না সে ব্যাপারে তত্ত্বাবধানমূলক কাজ করে প্রকিউরেটরীয় ব্যবস্থা। একইসঙ্গে প্রকিউরেটরীয় ব্যবস্থা ফৌজদারি মামলা দায়ের করার ব্যবস্থাও করে।

[7] **জেলখানা তত্ত্বাবধান করা:** ফৌজদারি মামলার রায় ও নির্দেশ যাতে বাস্তবায়িত হতে পারে সে ব্যাপারে গণ-প্রকিউরেটরেট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা ছাড়া গণপ্রকিউরেটরেট-এর সংস্থা জেলখানাগুলির তত্ত্বাবধানমূলক কাজ করে এবং একই সঙ্গে অপরাধীদের শ্রমের মাধ্যমে সংস্কার সাধনেরও কাজ করে।

[8] **নাগরিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করা:** নাগরিকরা যদি সরকারি আইন লঙ্ঘনের ব্যাপারে মামলা দায়ের করে তাহলে গণ-প্রকিউরেটর নাগরিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করে।

[9] **অভিযুক্ত করা :** যদি কোনো ব্যক্তি নাগরিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে থাকে, অর্থাৎ নাগরিক অধিকার ভঙ্গকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রকিউরেটরের দফতর আইনগতভাবে অভিযুক্ত করে।

[10] **কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা:** যদি কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মচারী আইন লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয় তাহলে গণ-প্রকিউরেটর নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করবে।

উপসংহার: গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের বিচারব্যবস্থায় গণ-প্রকিউরেটর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এই সংস্থা একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বশীলতার মধ্যে ভারসাম্য গড়ে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করছে। কোনো নাগরিকে বিরুদ্ধে যদি অন্যায়ভাবে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়, তাহলে এই সংস্থা সুষ্ঠু তদন্ত করে নাগরিক অধিকারকে রক্ষা করে।

Scanned with CamScanner